প্রসূন

৭৮তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব - ২০১০

৩২-৩৩ তম যুগ্ম সংখ্যা

OnlineSeba.com

শিকারীপাড়া টি.কে.এম উচ্চ বিদ্যালয়

নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রসূন

৭৮তম বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী উৎসব - ২০১০

৩২-৩৩ তম যুগ্ম সংখ্যা

OnlineSeba.com

সম্পাদনা ঃ অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

শিকারীপাড়া টি.কে.এম উচ্চ বিদ্যালয়

নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রসূন

৩২-৩৩ তম যুগ্ম সংখ্যা ২০১০

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা ঃ
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বর্ণ বিন্যাস ঃ
সেন্ট্রাল গ্রাফিকস্
১৪৭/৬, আরামবাগ
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে ঃ
রিপন প্রিন্টার্স
২৯০/এ, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনা ঃ
শিকারীপাড়া টি, কে, এম উচ্চ বিদ্যালয়
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

OnlineSeba.com

প্রফুল্ল

৩২-৩৩ তম যুগ্ম সংখ্যা ২০১০

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

মোঃ জোয়াব আলী মিঞা
প্রধান শিক্ষক

সম্পাদক

শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

সদস্যবৃন্দ

জনাব ওয়াহিদুর রহমান - সিনিয়র শিক্ষক
শ্রী সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্তী - সিনিয়র শিক্ষক
কাজী আবদুল মোন্নাফ - সিনিয়র শিক্ষক
জনাব মাইকেল সরকার - সহকারী শিক্ষক

OnlineSeba.com

প্রসূন

সম্পাদকীয়

'প্রসূন' প্রথম চোখ মেলেছিল তেত্রিশ বছর আগে। ১৯৭৭ সাল। আমি নবীন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক কাজী আক্কাছ উদ্দিন সাহেবকে আমি ও প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আওয়াল খান প্রস্তাব দিলাম ম্যাগাজিন বের করবো। তিনি রাজি হলেন। তারই দেয়া নাম 'প্রসূন' । আমি ও ওয়াহিদুর রহমান সম্পাদক, আব্দুল আওয়াল খান প্রকাশক।

তার পর কেটে গেছে কত সাল! সম্পাদনা পরিষদ রদবদল হয়েছে। আমি 'প্রসূন'কে ছাড়তে পারিনি। অল্প দিন পরে ওয়াহিদুর রহমান চলে যাচ্ছেন। আওয়াল সাহেব আগেই গিয়েছেন। আমারও বিদায় ডঙ্কা সমাগত প্রায়। 'প্রসূন' বেঁচে থাকলেই আমরা সবাই বেঁচে থাকবো। আর 'প্রসূন' এর মৃত্যু হলে, আমরাও মরে যাবো।

স্কুলের ছোট্ট সোনারা লিখতে চায় অনেক কিছু। হয়তো কিছুটা নকল করে, হয়তো বা ভুল করে। তবু ওদের ভুলই ফুল হয়ে ফোটে 'প্রসূন' এর পাতায়। একটা সাইদুজ্জামান রওশন (প্রথম আলো), শাহ্‌জাহান শিকদার, আফছার উদ্দিন, শামসুন্নাহার শিলুর সৃষ্টি এই 'প্রসূন' এর পাতা থেকেই। বুলবুল, সাইফুল, মিলু, মফিজুল, বাবুল, আকমল কাউকে ভুলিনি আমি। বাদল বিশ্বাস, জয়নাল, গফুর মোল্লা, ঝর্না, চায়না, রুনু, মঞ্জু, লিপি, শাওন সবাইকে মনে পড়ে 'প্রসূন'কে কেন্দ্র করেই। তোমার জন্যই আমি বেঁচে আছি 'প্রসূন'।

এবার হিসেবমত প্রসূনের তেত্রিশ তম সংখ্যা হওয়ার কথা। কিন্তু এবার বত্রিশ-তেত্রিশ যুগ্ন সংখ্যা। 'প্রসূন' অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। হয়তো অচিরেই এক তরুন সম্পাদক 'প্রসূন' কে আরো প্রাণময়, আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলবেন।

শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক, সভাপতি, সহ-সভাপতি সহ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া 'প্রসূন' প্রকাশ সম্ভব হতো না। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক মন্ডলীর আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুদ্রন, বাঁধাইয়ে সংযুক্ত সবাইকে।

অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

OnlineSeba.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জীর্ণ ছনের ঘরে
যিনি জ্বালিয়েছিলেন
শিক্ষার প্রথম
দীপশিখা

মরহুম সাদৎ আলী খান-এর

প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৯০৫ সন। জঙ্গলাবৃত শিকারীপাড়া এলেন বরিশালবাসী কানুনগো জনাব সাদৎ আলী খান। ভূমি জরিপের পাশাপাশি তিনি শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে ছিলেন শিকারীপাড়ায়। এক জীর্ণ ছনের ঘরে গুটি কয়েক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে নিজে বসে অবসরে শিক্ষাদান করতেন গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের। তিনি চাকুরীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বদলী হয়ে চলে গেলেন।

তাঁর জ্বালানো জ্ঞানপ্রদীপ আর নির্বাপিত হলো না। শিকারীপাড়ার জমিদারের নায়েব জ্ঞানেন্দ্র কুমার বালো মজুমদার প্রতিষ্ঠিত করলেন ১৯১৩ সালে মাইনর স্কুল। দীর্ঘ সাধনায় তা আরো পরিণত হয়ে ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল উচ্চ বিদ্যালয়ে নব পরিণতি লাভ করলো। কিন্তু শিকারীপাড়াবাসী এই মহান বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব সাদৎ আলী খানকে ভুলে যায়নি। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তিনি চিরকাল জাগরুক থাকবেন, প্রথম জ্ঞানালোক বর্তিকা বহনকারী মহামানব রূপে।

তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

OnlineSeba.com

স্মরণে

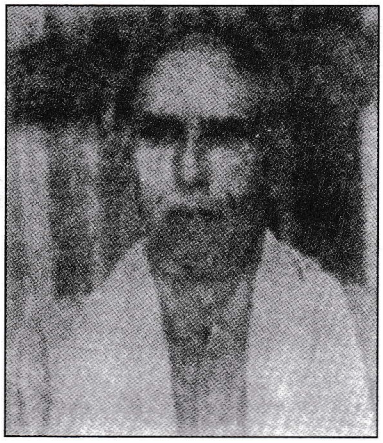

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্র কুমার বালো মজুমদার

OnlineSeba.com

শিকারীপাড়া টি. কে. এম. উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল এই মহান ব্যক্তির সুদীর্ঘ ও অক্লান্ত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯০৫ সনে জীর্ণ ছনের ঘরে বরিশাল থেকে আগত বিদ্যোৎসাহী কানুনগো মরহুম সাদৎ আলী খান যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার বালো মজুমদারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেখানে ১৯১৩ সালে মাইনর এবং ১৯৩২ সালে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি লাভ করে। মাইনর স্কুলের শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট সর্বোপরি একজন অসাধারণ সমাজ সেবী ও শিক্ষাব্রতী এই জ্ঞানতাপস এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

মরহুম কাজী আক্কাছ উদ্দিন

যে বাণী আজও প্রেরণা জোগায়

মনের কোণে লুকিয়ে থাকে কত কথা, কত আশা, কত আকাঙ্খা। ভাষা করে তার প্রাণ সঞ্চার। প্রসূনের পরতে পরতে ঘুমিয়ে আছে কত রূপ, কত সৌন্দর্য্য। আজ বসন্তের সোনালী ঊষায় অলির গুঞ্জনে ভেঙ্গে যাক তার সু-সুপ্তির রুদ্ধ কারা। রিক্ত প্রসূনের জীবনে নেমে আসুক যৌবনের প্রাণ-বন্যা। পূর্ণতার দীপ্তিতে ভরে উঠুক তার যৌবন সুষমা।

OnlineSobuj.com

শিকারীপাড়া টি. কে. এম উচ্চ বিদ্যালয়
প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা

০১।	বাবু মন্মথ চক্রবর্তী	- বি. এ	- ১৯৩২-১৯৩৪
০২।	বাবু হেমেন্দ্র ব্রহ্মচারী	- এম, এ	- ১৯৩৪-১৯৪৬
০৩।	বাবু পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য	- এম, এ	- ১৯৪৬-১৯৪৭
০৪।	জনাব কাজী আক্কাছ উদ্দিন	- বি, এ, বি, টি	- ১৯৪৭-১৯৮০
০৫।	জনাব আহসান উল্লাহ	- এম, এ, বি, এড	- ১৯৮৩ সন (১ বৎসর)
০৬।	জনাব মোঃ সেরাজুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	- বি,এ, বি,এড	- ১৯৮৪
০৭।	জনাব এম, এ মজিদ	- এম, এ, বি,এড	- ১৯৮৪-১৯৮৭
০৮।	জনাব স্নেরাজুল ইসলাম	- বি, এ, বি,এড	- ১৯৮৭-২০০০
০৯।	শ্রী সমীর চরণ চক্রবর্তী (ভারপ্রাপ্ত)	- এম, এ, বি,এড (ফার্স্ট ক্লাস)	- ২০০০-২০০২
১০।	জনাব জোয়াব আলী মিঞা	- এম, এস, সি এম এড (ফাস্ট ক্লাস)	- ১১-০৩-২০০২ হতে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

OnlineSeba.com

শুভেচ্ছা বাণী

নবাবগঞ্জ উপজেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিকারী পাড়া টি.কে.এম. উচ্চ বিদ্যালয়ের সাহিত্য বার্ষিকী 'প্রসূন' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে রয়েছে জ্ঞানের বিস্তৃত ভাণ্ডার। সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীরা জ্ঞানালোকে দীপ্ত পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

আমার সংসদীয় এলাকায় অবস্থিত এ বিদ্যালয়টিতে আমি বার বার বিভিন্ন উপলক্ষে ছুটে এসেছি। এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার রয়েছে প্রাণের সংযোগ। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও বিদ্যালয়টি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির ৭৮তম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও পরিচালনা পরিষদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

OnlineSeba.com

এ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান খান, এম,পি
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।